দামুড়হুদায় ভুয়া পশু চিকিৎসকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ভুয়া পশু চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার বিকাল ৩টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি বাজারে হোসেন ফার্মেসির সামনে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, জয়রামপুর হাজীপাড়ার মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে উবায়দুর রহমান রুনু দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে পশু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। তিনি ভিজিটিং কার্ডে নিজেকে “পশু চিকিৎসক” উল্লেখ করে বিভিন্ন এলাকায় নির্বিঘ্নে চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

এ অপরাধে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯ অনুযায়ী তাকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, তার অপচিকিৎসার কারণে ইতোমধ্যে বেশ কিছু গরু-ছাগলের মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নজরে এলে তার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপী সহযোগিতা করেন। এ সময় অভিযুক্তকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল এ ধরনের অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করে নিয়মিত তদারকির দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় নকল ভুট্টাবীজ বিক্রয়, বিঘাপ্রতি ৮ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় নকল ভুট্টাবীজ ব্যবহারের কারণে ফলন বিপর্যয়ের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানি, ডিলার ও সাব-ডিলারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বিঘাপ্রতি ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর ও শ্রীরামপুর এলাকায় প্রায় ৮৬০ বিঘা জমিতে ‘নসিব’ ও ‘প্রাইম’ জাতের ভুট্টাবীজ ব্যবহার করে চাষ করেন কৃষকরা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, প্রত্যাশিত ফলন হয়নি। ভুট্টার মোচা ছোট ও দানাহীন হওয়ায় হতাশায় পড়েন কৃষকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা সাদা ব্রিজ এলাকার কাছারি বাজার সংলগ্ন ‘কৃষি পল্লি সীড স্টোর’ এর মালিক নাজমুল হুদা রাব্বি উপজেলার বিভিন্ন বাজারে ১৪ জন সাব-ডিলারের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ৫৮০ কেজি নকল বীজ বিক্রি করেন। ওই বীজ ব্যবহার করে কৃষকরা বিপুল পরিমাণ জমিতে আবাদ করেন।

বিষয়টি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানান। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ সরেজমিনে ক্ষেত পরিদর্শন করেন।

তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় বীজ কোম্পানি, ডিলার ও সাব-ডিলারদের উপস্থিতিতে মোট ৪৩ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, যা বিঘাপ্রতি ৮ হাজার টাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, “তদন্তে নকল বীজের কারণে ফলন বিপর্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।”

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতারণা রোধে কঠোর নজরদারি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে জখম, প্রাণ বাঁচাতে থানায় আশ্রয়

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় নয়ন আল মামুন (৩২) নামের এক যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ রক্ষার্থে রক্তাক্ত অবস্থায় সদর থানায় আশ্রয় নিলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) রাতে শহরের বিএডিসি মোড়ের পুরাতন স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় প্রাণ রক্ষার্থে মোটরসাইকেলযোগে সদর থানায় গিয়ে আশ্রয় নেন ওই যুবক। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত নয়ন আল মামুনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহত নয়ন আল মামুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারপাড়ার বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় নয়ন আল মামুনসহ দুজন মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা শহরে আসছিলেন। পথিমধ্যে বিএডিসি সড়কের পুরাতন স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছালে কোনো কারণে অজ্ঞাত কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে নয়নকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় দ্রুত মোটরসাইকেলযোগে সদর থানায় আশ্রয় নেন। পরে পুলিশ তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহতের বড় ভাই বলেন, হামলাকারীদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি এবং ঘটনার প্রকৃত কারণও জানা যায়নি। আমার ভাই তাদের চেনে না বলে জানিয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ রাজশাহী অথবা ঢাকায় নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন,

“নিজেকে রক্ষার্থে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মোটরসাইকেলযোগে থানায় চলে আসেন। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা হাসপাতালে গিয়ে আহতের সঙ্গে কথা বলেছি। মামলার জন্য বলা হয়েছে। হামলাকারীদের শনাক্ত ও আটকের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।”

চুয়াডাঙ্গায় তাপদাহ অব্যাহত, নিউমোনিয়ায় শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে অব্যাহত রয়েছে মৃদু তাপদাহ। সেই সাথে ভ্যাপসা গরমে বেড়েছে দুর্ভোগ। বাড়ছে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ গরমজনিত নানা রোগ। এদিকে, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাহা নামে ৬ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি। রাহা চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার তালতলা গ্রামের সম্রাট আলীর ছেলে।

গত শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় শিশু রাহাকে। গরমে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। সকাল থেকেই উত্তপ্ত হতে শুরু করছে চুয়াডাঙ্গার জনপদ। ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছে জনজীবন।

ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম। জীবিকার তাগিদে তীব্র রোদে পুড়ে কাজ করতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। তীব্র গরমে ঘরে-বাইরে কোথাও মিলছে না স্বস্তি। খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না কেউ।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান জানান, গতকাল শনিবার বিকেল ৩ টায় জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৪৭ শতাংশ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ডিজেল জব্দ, ৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামের ক্লাব মোড় এলাকায় একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে পেট্রোলিয়াম আইনে দোকান মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন এ অভিযান পরিচালনা করে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জুড়ানপুর ক্লাব মোড় এলাকায় অবস্থিত মানিক স্টোরে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালানো হয়। এ সময় দোকান থেকে প্রায় ৩০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।

মানিক স্টোরের মালিক মানিক, জুড়ানপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে। এ ঘটনায় পেট্রোলিয়াম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় তাকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম। তিনি জানান, অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদ ও বিক্রির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয়দের মতে, এ অভিযানের ফলে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও জীবননগরে বজ্রপাতে স্কুলছাত্রসহ নিহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলায় বজ্রপাতে স্কুলছাত্র আজিম উদ্দিন (১৪) ও কৃষক রাসেল উদ্দিন (২৫) নামে দুইজনের মৃত্যু

হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে পৃথক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আজিম উদ্দিন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের তাজিমুল ইসলামের ছেলে এবং মেমনগর বিডি হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। নিহত কৃষক রাসেল উদ্দিন জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের ঘোষনগর গ্রামের রেজাউল হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসী ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে আজিম উদ্দিন তার বাবার জন্য পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মাঠে খাবার নিয়ে যায়। বাবাকে খাবার দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

আজিম উদ্দিনের বাবা তাজিমুল ইসলাম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “আমাকে খাবার দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। আমার ঝালের ক্ষেত থেকে ৩০-৪০ ফুট দূরে যেতেই বজ্রপাতে আক্রান্ত হয়। একবার ‘আব্বা’ বলে ডেকে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।”

তিনি আরও জানান, আশপাশের লোকজনকে ডাকাডাকি করে ছেলেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাদ আসর পারকৃষ্ণপুর ঈদগাহ মাঠে তার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে।

অন্যদিকে একই সময়ে জীবননগর উপজেলার ঘোষনগর গ্রামে কৃষক রাসেল উদ্দিন বাড়ির পাশের মাঠে কৃষিজমি থেকে তামাকের জ্বালানি সংগ্রহ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওসি) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার ৪

টি স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার বাড়াদি থেকে ৪ টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি। অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের বারগুলো নেওয়া হচ্ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়।

উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলোর ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম। আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা

শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দর্শনার বারাদি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি স্বর্ণের বারসহ শ্রী সমর হালদার (২৭) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ (বিজিবি)। সীমান্তের পাঁচ কবর এলাকা থেকে এসব স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।

আটককৃত পাচারকারী সমর হালদার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের গোপাল হালদারের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে দর্শনা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে স্বর্ণ পাচার হবে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন বারাদি বিওপির একটি টহল দল পাঁচ কবর এলাকায় অবস্থান নেয়।

সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল যোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে তাকে টহল দল থামার জন্য সিগন্যাল দেয়। কিন্তু তিনি সিগন্যাল অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে সবুজ টেপে মোড়ানো একটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। পোটলাটি খুলে চারটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। বিজিবি আরো জানায়, উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা। এছাড়া আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, জব্দকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামাল যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

দামুড়হুদায় ইউটিউব দেখে আঙুর চাষ, আট মাসেই রানার সাফল্য

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুমারীদহ মাঠে কৃষক রানা আলীর আঙুর বাগানে এখন থোকায় থোকায় ঝুলছে রসালো আঙুর।

বাণিজ্যিকভাবে আঙুর চাষ করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন তিনি। তার এই উদ্যোগে যেমন তিনি আশাবাদী, তেমনি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন আশপাশের কৃষকরাও।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইউটিউব দেখে প্রথমে আঙুর চাষে আগ্রহী হন রানা আলী। পরে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলামের পরামর্শে প্রায় এক বিঘা জমিতে আঙুর চাষ শুরু করেন।

আট মাস আগে জয়রামপুর গ্রামের কুমারীদহ মাঠে নিজের হলুদ গোলাপ ফুলের বাগানের মধ্যেই আঙুরের চারা রোপণ করেন তিনি। দেশীয় চারা ছাড়াও ভারত থেকে বাইকুনুর, গ্রিনলং, অ্যাকোলোর, জয়সিডলেস ও ব্ল্যাক ম্যাজিক জাতের চারা সংগ্রহ করে চাষ শুরু করেন রানা।

চারা রোপণের তিন মাসের মধ্যেই গাছে ফুল ও ফল আসতে শুরু করে। বর্তমানে আট মাসের মাথায় গাছে থোকায় থোকায় আঙুর ঝুলছে। আর মাত্র ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই ফল বাজারজাত করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি।

রানা আলি জানান, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জমি প্রস্তুত, চারা, সার, সেচ, পরিচর্যা ও শ্রমিক ব্যয়সহ মোট খরচ হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। বাগানের নিয়মিত পরিচর্যার জন্য ছয়জন শ্রমিক কাজ করছেন। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি আঙুর ৩০০ টাকা হলেও তিনি ২০০ টাকা দরে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছেন।

সে হিসেবে প্রায় সাত লাখ টাকার আঙুর বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। তার বাগান দেখতে প্রতিদিনই স্থানীয় কৃষকদের ভিড় জমছে।

এছাড়া তিনি ১২ হাজার কলমের চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে

ইতোমধ্যে ১,২০০টি চারা উৎপাদন করেছেন, যার মধ্যে বিক্রি করেছেন তিন লাখ ৬০ হাজার টাকার চারা।

স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা জানান, নতুন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে তারা সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস বলেন, এলাকার মাটি ও আবহাওয়া আঙুর চাষের জন্য উপযোগী।

সঠিক পরিচর্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এটি কৃষকদের জন্য লাভজনক হতে পারে। তিনি আরও বলেন, রানা আলীর এই উদ্যোগ অন্য কৃষকদেরও উদ্বুদ্ধ করবে।

আলমডাঙ্গায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ভুক্তভোগী রাজা আহম্মেদ, পেশায় মোবাইল ব্যবসায়ী, জানান গত শনিবার রাত ৮টার দিকে তিনি আলমডাঙ্গা পৌরশহরের স্বপ্ন সুপারশপ থেকে বোতলজাত পানি কেনেন। পরে বোতলের গায়ে থাকা লেবেল পরীক্ষা করে দেখেন, পানিটির মেয়াদ প্রায় এক মাস আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এতে সন্দেহ হলে তিনি পুনরায় দোকানে গিয়ে আরও কয়েকটি বোতল যাচাই করেন। তার দাবি, সেগুলোর মধ্যেও এক থেকে দুই মাস আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে এমন অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তারা দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

অভিযোগের বিষয়ে সুপারশপটির অপারেশন ম্যানেজার মাহবুব রহমান বলেন, “সম্ভবত ভুলবশত মেয়াদোত্তীর্ণ কিছু পানি বিক্রির জন্য শপে রয়ে গেছে। আগে একজন কর্মী এসব পণ্যের দেখভাল করতেন, তিনি সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছি।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার বলেন, “মেয়াদোত্তীর্ণ পানি বিক্রির বিষয়টি এখনো আমার নজরে আসেনি। তবে ভুক্তভোগী লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”